কাশীপুরাধীশ্বরী দেবী অন্নপূর্ণা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

বারাণসী একটি পীঠস্থান; শিবপত্নী সতীর দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ হইবার পর যখন সতী-দেহকে ভগবান বিষ্ণু খণ্ডিত করেন তখন সতীর কর্ণ-ভূষণ বারাণসী ক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় বারাণসী সতীপীঠে পরিণত হয়। ব্রহ্মযামলের আদ্যাস্তোত্রে আছে ''বারাণস্যাম্ অন্নপূর্ণা''; অর্থাৎ, ভগবতী 'দেবী' বলিতেছেন বারাণসীতে তিনি দেবী অন্নপূর্ণারূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আবার তন্ত্রচূড়ামণিতে বলা হইয়াছে যে দেবী 'বিশালাক্ষী' বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বারাণসী ক্ষেত্রে গঙ্গানদী উত্তরবাহিনী। গঙ্গার বাম কূলের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তীরভূমি, দেশের নাম 'কাশী' আর এই অবিমুক্ত কাশীর কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী হলো বারাণসী, বরুণা ও অসি নদীর সঙ্গমে একটি পৌরাণিক শহর।

''পীঠস্থান'' কথাটির অর্থ হইল ''আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রস্থল''। অধ্যাত্ম চেতনার পর্য্যায়ে বারাণসী নিত্য জাগ্রত শিব-শক্তির নিবাস স্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ। যোগশাস্ত্রের শিবসংহিতায় আছে, ''ইড়া হি পিঙ্গলা খ্যাতা বরণাসীতি হোচ্যতে। বারাণসী তয়োর্ম্মধ্যে বিশ্বনাথোহত্র ভাষিতঃ।।'' — শ্লোক ১৩৫। - অর্থাৎ, দেহাভ্যন্তরস্থ ইড়া নাড়ী বরণা বা বরুণা নদী নামে এবং পিঙ্গলা নাড়ী অসি নদী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নদীদ্বয়ের মধ্যে বারাণসী ধাম ও বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর শিব শোভমান রহিয়াছেন। এই বারাণসী পীঠস্থানের দেবী অন্নপূর্ণা ও বিশালাক্ষী। এস্থলে শক্তির দুটি রূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে কারণ, সৃষ্টিতত্ত্বের যোগচেতনায় দেবীর দুটি রূপ দুটি তত্ত্বকে প্রকাশ করিতেছে। দেবী অন্নপূর্ণা যোগতত্ত্বে সমাসীনা রহিয়াছেন আর দেবী বিশালাক্ষী সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্বচেতনায় মহত্তত্ত্বে সমাসীনা রহিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্বে দেবী বিশালাক্ষী দুর্গা মহাশক্তি স্বরূপিণী; 'বিশালাক্ষী' অর্থে বিশাল অক্ষি সম্পন্ন ঈশ্বরী শক্তিকে বুঝায়। আজ্ঞা চক্রস্থল হইল কূটস্থ চৈতন্যের স্থল যেখানে কূটস্থ মধ্যে ত্রিকূটীতে বিশ্বের চেতনা এবং বিশ্বরূপ দর্শন উপলব্ধি করা যায়। তাই দেবী হইলেন কূটস্থ-চৈতন্যশক্তি ও কূটস্থরূপে বিশাল মানসচক্ষুর অক্ষি স্বরূপা 'বিশালাক্ষী' ঈশ্বরী। আর যোগতত্ত্বে দেবী এই স্থলেই হইলেন 'অন্নপূর্ণা' নিত্যানন্দকরী যোগানন্দকরী ও সর্বানন্দকরী। — ''অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে। জ্ঞানবৈরাগ্যং সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি।।'' — শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাস্তোত্রম্, আদি শঙ্করাচার্য্য। — দেবী অন্নপূর্ণা সদাই অমৃতপূর্ণা, তাই তিনি নিত্যানন্দকরী ও সদানন্দকরী শিবশঙ্করের প্রাণবল্লভা। জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধার্থ স্বয়ং শিব তাঁহার নিকট অমৃত পরমান্ন ভিক্ষা চাহিতেছেন। অন্নপূর্ণা, শিবের ভৈরবী শক্তি, যিনি সকল সত্তার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের মনোচেতনার ধারাকে সমতাপূর্ণভাবে ধারণ করিতে সক্ষম এবং ইনি সমগ্র বিশ্বের অন্নময় বিষয়কে পরিপোষণ ও রক্ষণ করেন। অমৃতরূপ অন্নই আত্মসত্তার শ্রেষ্ঠ পরমান্ন। এই অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় ভোগ পথে নয় যোগমার্গে। তাই তো শিব হইলেন পরমযোগী, যিনি দেবী অন্নপূর্ণারূপী পার্বতীর স্বামী। তাই দেবী সিংহাসনে রাজবেশে উপবেশিতা হইয়া বাম হস্তে সুবর্ণময় অন্নপাত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন আর দক্ষিণ হস্তে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন সোনার হাতায়। দেবী ক্ষুধার্ত শিবব্রহ্মকে অন্নপ্রদানে নিরত রহিয়াছেন — এইটিই দেবীরূপের ধ্যানগম্য সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ। ত্যাগের পথেই দেবী অন্নপূর্ণার অমৃত-অন্ন প্রাপ্তি হয় যোগীর।

যোগমার্গে যোগীসাধকের অনাহত হইতে আজ্ঞার পথে পরম বৈরাগ্যরূপী ত্যাগ চেতনার যে ঊর্ধ্ব আত্মশক্তির প্রবাহ সাধকযোগীকে আজ্ঞাচক্রে লইয়া উপনীত করিতে সমর্থ করে এবং সেই স্তরে স্থিতি প্রদান করিয়া সাধকযোগীর অন্নময় কোষ, মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ ইত্যাদিকে যে শক্তি পরিপুষ্ট করিয়া পরিতৃপ্তি প্রদান করত যোগীকে শিবত্বের স্তরে উপনীত করায়, সেই মাতৃ-শক্তিই হইল দেবী অন্নপূর্ণা। মস্তকে সহস্রারের কেন্দ্রস্থল হইতে চান্দ্রীসুধা ক্ষরণ হইয়া আজ্ঞাচক্রে সন্নিবেশিত হয়। যোগী খেচরী মুদ্রা সাধনের সহায়তায় কপাল

কুহরে জিহ্বাকে প্রবিষ্ট করাইয়া সেই চান্দ্রীসুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। যোগীর দেহে চান্দ্রীসুধাসম অমৃতরস আজ্ঞা স্থলে কপালে আসিয়া অবস্থান করে। আবার, যোগীসাধক উত্তম প্রাণায়ামের সহায়তায়ও আজ্ঞায় কুম্ভক সিদ্ধ হইয়া স্থিতিলাভ করত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে যখন আজ্ঞাচক্রে স্থাপিত করিতে সক্ষম হন, তখনই চান্দ্রীসুধা-জ্যোতি কিরণ রসের আকারে যোগীর স্থূল জিহ্বায় পতিত হইয়া ললনাচক্রের চেতনায় যোগীর দেহের ঊনপঞ্চাশ প্রধান বায়ুকে প্রাণের প্রবাহে সমতাপূর্ণভাবে দেহের পুষ্টি সাধিত করিতে সহায়ক হয়। ইহাই মহাশক্তিরূপিণী মা অন্নপূর্ণার শিবসত্তাকে পরমান্ন প্রদান।

জীবত্ব হইতে শিবত্ব অর্জনের পথে যোগমার্গে সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যকে ভেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ''অন্নই'' ব্রহ্ম রূপে পরিগণিত হয়; যথা - তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে আছে — ''অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'' — অর্থাৎ, ''অন্নই ব্রহ্ম''। বরুণপুত্র ভৃগু তপস্যা দ্বারা প্রথমে অনুভবের মধ্যে দিয়া জানিলেন যে অন্নই ব্রহ্ম; অন্নের মধ্যেই সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের তিনটি ঈশ্বরীয় সত্যের সর্বব্যাপী ছন্দ রহিয়াছে। তিনি উপলব্ধি করিলেন — ''অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।'' — অন্নভোজনে যে শুক্র দেহে উৎপন্ন হয়, মাতৃজরায়ুতে ঐ অন্নজাত শুক্র নিষিক্ত হইয়াই জীবসত্তার দেহরূপ ঘট নির্মিত হইয়া জীবের জন্ম হয়। সুতরাং, অন্ন সৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন; জন্মের পর জীব অন্নভোজনের ভিত্তিতেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাই অন্নকে পালনশক্তি সম্পন্ন বলা হয়; আবার, মৃত্যুর পর জীবের অমুক্ত আত্মা পুনর্জন্মের জন্য ভাবী পিতা-মাতাকে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্যাদির আকারে অন্নের ভিতরেই অর্থাৎ অন্নময় কোষের ভিতরেই পুনঃ প্রবিষ্ট হয় এবং অন্নে মিশিয়া গিয়া নূতন অন্নময় কোষ মধ্যে নবীন ঘটরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়া আত্মসত্তা স্থূলদেহ লাভ করে। অতএব এক্ষেত্রে অন্নের মধ্যে লয়ের ভাবটিও পরিস্ফুট রহিয়াছে। এইভাবে স্থূল অন্নময় আত্মসত্তার বিষয়ে জ্ঞানের সোপান অবলম্বন করিয়া ক্রমান্বয়ে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে উপনীত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভপূর্বক অবশেষে ভৃগু ঋষি আনন্দময় কোষে আনন্দ স্বরূপ আত্মার ভূমিতে অধিরোহণ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ''আনন্দই ব্রহ্ম''; জীব আনন্দ হইতেই উৎসারিত হইয়াছে, আনন্দের প্রসাদেই উহার অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং অন্তিমে আনন্দেই সম্মিলিত হইবে। জীব জীবনের বিবর্তনের এই ক্রমানুযায়ী ধারায় ব্রহ্ম হইতে অন্নকে পৃথক ভাবা যায় না। কারণ, অন্নই প্রাণ এবং প্রাণই ব্রহ্ম। অতএব জীবের এবং শিবের উভয়েরই 'মা' হইলেন অন্নব্রহ্মরূপিণী দেবী অন্নপূর্ণা শক্তিময়ী। সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীতে আছে — ''তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা, বৈকুণ্ঠতে রমা তুমি কৈলাসে উমা।'' — অর্থাৎ, দেবী অন্নদা অন্নপূর্ণাই হইলেন এক কলায় অখণ্ড আদিশক্তির সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারিণী শক্তির বিশেষ একটি স্বরূপ, যিনি বিশ্বেশ্বর রূপী 'অবিমুক্ত' শিবলিঙ্গের চিন্ময় বিশ্বনাথের চিন্ময়ী বিশ্বেশ্বরী। ইনি অন্নব্রহ্মরূপিণী রূপে সকল জীবের মোক্ষদায়িনী এবং শিবের সর্বপ্রকারেণ অভাব মোচনকারিণী।

— হরি ওম্ তৎ সৎ —

ফুল যেমন সূর্য্যের আলোর স্পর্শে দল মেলে, তেমনি করে সাধকের সমগ্র আত্মসত্তা যখন তাঁর আলোতে দল মেলে প্রস্ফুটিত হয় তখন সাধকের ধ্যানলব্ধ নির্মল আনন্দই হৃদয়ের দ্যুতি হয়ে, হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে সত্যরূপে, হৃদয় দেবতারূপে সাধক-হৃদয়ে পূজিত হয়। যিনি বিরাট, যিনি ভূমা, যিনি চিন্ময় আলোর অফুরন্ত উৎস, তিনি সত্যস্বরূপ; তিনি কল্পনার বিষয় নন। তাঁকে চোখ মেলে দেখা যায়।

— শ্রীশ্রীমা সর্বাণী